...ULL 11

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ, শিক্ষকদের বাসে হামলা, আজ থেকে অবরোধ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৭ই সেপ্টেম্বর।– আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবির কর্মীদের হাতে ছাত্রলীগ নেতা আবুল কাসেম ছুরিকাহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির কর্মীদের মধ্যে প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় সংগঠনের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং সড়কের উভয়দিকে অবরোধ সৃষ্টি করে। এ সময় শিক্ষকদের একটি বাস অবরোধ অতিক্রম করে শহরে আসার চেষ্টা করলে ছাত্রলীগ কর্মীরা শিক্ষক বাসে হামলা চালায় এবং পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক ও সিন্ডিকেট সদস্য এমদাদুল হককে টেনেহিঁচড়ে বাস থেকে নামিয়ে প্রহার করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ কলিম এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দাবি করে অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ২৮ জন শিক্ষক, যারা বাসে ছিলেন তারাও এক যুক্ত বিবৃতিতে একই দাবি জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগ ফারুক ও মুসা হত্যাকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও হলে হলে অবস্থানরত শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হল থেকে বহিষ্কার করে অনুষদভিত্তিক সীট বন্টন এবং ক্যাম্পাসে সংঘটিত প্রত্যেকটি সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্ত করে শাস্তিদানের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে কাল বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। প্রশাসনিক একাডেমিক বিভাগ এবং সকল পরীক্ষা এই অবরোধের আওতাভুক্ত থাকবে বলে ছাত্রলীগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

জানা যায়, আজ বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশনে শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগের শিক্ষা ও পাঠক্রম সম্পাদক আবুল কাসেমকে ছুরিকাঘাত করলে মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এ নিয়ে উভয় সংগঠনের সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

ছাত্রলীগ জানিয়েছে, শিবির কর্মীদের হাতে অপহৃত ছাত্রলীগ কর্মী রিপন এখনো নিখোঁজ রয়েছে এবং অনেক ছাত্রকে বিভিন্ন হলে তারা জিম্মি করে রেখেছে। ২৮ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান, দু'ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলাকালে অনেক ছাত্র আহত হয়। শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা দু'ঘন্টারও বেশি সময় আটকা পড়েন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বিবদমান সংগঠন, প্রক্টর ও পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে প্রায় ৪০ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি বাসে চড়ে শহরে ফেরার পথে শিবির কর্মীদের বাধা অতিক্রম করে ছাত্রলীগ কর্মীদের বাধার সম্মুখীন হলে বাসটি আক্রান্ত হয়। ছাত্রলীগ সম্পাদক কলিম সিন্ডিকেট সদস্য এমদাদুল হককে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে শারীরিকভাবে নাজেহাল করে।

বিবৃতিতে সই করেন আলিম উদ্দিন মৃধা, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, ডঃ জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, ডঃ মোঃ শাহ আলম, হোসাইন কবির, মোহাম্মদ ফছিহুল আলম, নিতাই চন্দ্র নাগ, বেনু কুমার দে, আল-মামুন প্রমুখ।